উত্তরবঙ্গ

সহায়ক মূল্যের কম দরে ধান কিনলে এফআইআর

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সহায়ক মূল্যের থেকে কম দরে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনলেই সেই ফড়েদের বিরুদ্ধে এফআইআর করবে প্রশাসন। কৃষকদের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত অভিযোগ এলেই জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসকদের ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ধানের অভাবী বিক্রি নিয়ে রাজ্য সরকার কড়া মনোভাব নিয়েছে বলেও খাদ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দেন। সোমবার কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার বিষয়ে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'অভাবী ধান বিক্রি করতে দেব না। কোনো কৃষক যাতে অভাবী ধান বিক্রি না করেন সেটা দেখা হচ্ছে। কৃষকদের বাড়িতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি তাঁদের হাতে সহায়ক মূল্যের থেকে কম টাকা ধরিয়ে দিয়ে ধান নিয়ে আসে আর পরে যদি কৃষক বিষয়টি বিডিও বা প্রশাসনকে জানান তাহলে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসককে বলেছি ব্যবস্থা নিতে। খাদ্য দপ্তরের ইনস্পেকটররাও বিষয়টি দেখবেন।' নজরদারির জন্য আরও ইনস্পেকটর নিয়োগ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী আরও জানান, কোচবিহারে দুটো গোডাউন হবে। গোটা রাজ্যে একাধিক গোডাউন তৈরি হবে। এর জন্য রাজ্য সরকার ৮০০ কোটি টাকা দিয়েছে। ৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা হবে গোডাউনগুলিতে। কোচবিহার জেলার দুটো বড়ো গোডাউনে ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা থাকবে। ছোটো ছোটো গোডাউন খাদ্য দপ্তর আর তৈরি করবে না। গোডাউনগুলো তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে।

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ধান বিক্রি মুখ থুবড়ে পড়া প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাজারে ধানের দাম বেশি। সরকার ১৫৭০ টাকা প্রতি কুইন্টালের দাম দিচ্ছে। বাজারে দাম ১৬০০ টাকা কুইন্টাল ছাড়িয়ে গিয়েছে। কৃষকরা বেশি দাম পাচ্ছেন, এতে সরকার খুশি। কিন্তু এই কারণের পাশাপাশি মিল মালিকরা অতিরিক্ত বাট্টা কাটছেন বলে কৃষকরা ধান সরকারকে দিচ্ছেন না, এমনও বিষয় সামনে এসেছে। তাই এই সমস্যা সমাধানে বাট্টা কাটা যাতে কমানো হয় সেটি ঠিক করতে জেলা প্রশাসন, খাদ্য দপ্তর, মিল মালিক– সকলকে নিয়ে আবার বসতে বলেছি। দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের কথা বলেছি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে এর সঙ্গে বেশি করে যুক্ত করতে হবে। তাদের পেমেন্টও আগে দিয়ে দেওয়া হবে। বর্তমানে একজন কৃষক ৯০ কুইন্টাল ধান দিতে পারেন। এটি বাড়ানোর চিন্তাভাবনাও সরকার করছে।' এদিকে, এদিনের বৈঠকে মিড–ডে মিলে ও চা বাগান এলাকায় খারাপ চাল দেওয়ার বিষয় সামনে আসে। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিপ্রিয়বাবু বলেন, 'এই চাল এফসিআই দিচ্ছে। তারা ছত্তিশগড় থেকে চাল এনেছে। এফসিআই–কে বলা হয়েছে এটা চলবে না। ভালো চাল দিতে হবে। গুণগতমান কোনোভাবেই খারাপ দেওয়া যাবে না।'

বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার– এই দুই জেলাতেই ধান কেনা মুখ থুবড়ে পড়েছে। বৈঠকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সোসাইটিগুলো অভিযোগ করে, বাজারে ধানের দাম বেশি থাকায় এবং মালিকরা কৃষকের ধানের অতিরিক্ত বাট্টা কাটায় ধান কেনা যাচ্ছে না। এটা বন্ধ করার কথা বলে তারা। কোচবিহার জেলায় এ পর্যন্ত প্রায় ২৯ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলায় ধান কেনা হয়েছে ৩৬ হাজার মেট্রিক টন। ধান কেনার গতি বাড়ানোর জন্য সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহারের জেলাশাসক কৌশিক সাহা, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের দুই সভাধিপতি পুষ্পিতা রায়ডাকুয়া ও মোহন শর্মা, বিধায়ক, এসডিও, বিডিও, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

চোরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার

ডালখোলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্যাংকার বোঝাই লক্ষাধিক টাকার চোরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার করল পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে চালককেও। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পাঞ্জিপাড়ার ঘরধাপ্পা এলাকার মহঃ মুস্তাফা নামে জনৈক এক হোটেল ব্যবসায়ীর গোডাউন থেকে ট্যাংকার বোঝাই চোরাই কাঠ আটক করে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। সে সময় গাড়ির চালককে পাওয়া যায়নি। পরে সূত্র মারফত পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই চালককে বিহারের কিশনগঞ্জের খাগড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে মুরাদাবাদ এলাকার বাসিন্দা বিনোদ কুমার ওই ট্যাংকারের চালক। সে শিলচর থেকে বিহারের দ্বারভাঙ্গায় ওই চোরাই কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল। চোপড়ার কাছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর থেকে কয়েকজন ওই ট্যাংকারটিকে হাইজ্যাক করে পাঞ্জিপাড়ার ঘরধাপ্পা এলাকায় মহঃ মুস্তাফার গোডাউনে নিয়ে যায়। এরপর ওই চালককে জোর করে ছোটো গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় বিহারের খাগড়া এলাকায়। সেখানে চালককে দিয়ে চোরাচালানের মূল পান্ডাকে ফোন করে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা দাবি করে ওই দুষ্কৃতীরা। এর পরেই পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ড্রাইভারকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করে। যদিও অপর অভিযুক্ত মহঃ মুস্তাফা পুলিশ আসার আগেই গা–ঢাকা দেয়। পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ি সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। পুরো ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি মহঃ মুস্তাফা সহ চোরাইচক্রের মূল পান্ডাদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

বিধাননগর উৎসব শেষ

বাগডোগরা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দুদিন ধরে চলা 'বিধাননগর উৎসব' সোমবার শেষ হল। বিধাননগর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে বিধাননগর মিলনপল্লির মাঠে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এদিন বিধাননগর এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ২০০ পড়ুয়াকে স্কুলের ব্যাগ দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধী শিবিরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ১৫৪ জন প্রতিবন্ধীকে চিহ্নিত করা হয় তাঁদের হুইলচেয়ার দেওয়া জন্য। রক্তদান শিবিরে ৪৯ জন রক্তদান করেন। ৭৫ জন প্রতিবন্ধীকে ট্রাইসাইকেল, ৭৪ জনকে কানে শোনার যন্ত্র, ৬০ জন দৃষ্টিহীনকে লাঠি দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়। সোমবার উৎসবের দ্বিতীয়দিনে মানব পাচার এবং নারী শিক্ষা নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ শান্তা ছেত্রী তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে প্রাপ্য অর্থের দুই শতাংশ প্রতিবন্ধীদের সহায়তা প্রদান করার কথা ঘোষণা করেন। মানব পাচার সংক্রান্ত কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী তাপসকুমার বসু, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার।

ট্যাক্সিচালকের কীর্তিতে আতঙ্ক

বাগডোগরা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সাতসকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আতঙ্ক ছড়ালেন এক ট্যাক্সিচালক। সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ ট্যাক্সি চালিয়ে বিমানবন্দরে ঢুকে পড়ে নিমাই সরকার (৪২) নামের ওই ব্যক্তি। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোহার রেলিংয়ে ধাক্কা মেরে উলটে যায় ট্যাক্সিটি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, এত সকালে বিমানবন্দর ফাঁকা থাকায় বড়ো কোনো ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়ে অভিযুক্ত চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ট্যাক্সি সহ তাকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি গোঁসাইপুর রূপসিংজোতে।

ট্রেনের দাবি

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ এবং ১৯ তারিখ হুজুর সাহেবের মেলা উপলক্ষ্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে হলদিবাড়ি স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াতে বাড়তি ট্রেন ও বাড়তি কোচের জন্য ভক্তিনগর রেলযাত্রী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দাবি জানাল। সোমবার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের এডিআরএমের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দীপক মোহান্তি বলেন, 'হুজুর সাহেবের মেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ হলদিবাড়ি এবং নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের মধ্যে যাতায়াত করেন। যাত্রীদের যাওয়া–আসা নিয়ে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেজন্যই এদিন রেলকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।'

ড্রপ গেট ভাঙায় উত্তেজনা ঃ সোমবার দুপুরে একটি বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পার্কিং জোনের ড্রপ গেট ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

ধরলা নদীতে সেতুর দাবিতে মিছিল জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গার বাসিন্দাদের। ছবি ঃ অভিরূপ দে

মাটিগাড়ায় দুটি কাজের টেন্ডার বাতিল করে বিতর্কে বিডিও

রণজিৎ ঘোষ • শিলিগুড়ি

১২ ফেব্রুয়ারি ঃ এলাকায় পানীয় জল, রাস্তা তৈরি এবং নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির জন্য ডাকা দুটি টেন্ডার পরপর বাতিল করে দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন মাটিগাড়ার বিডিও রুনু রায়। অভিযোগ, দুটি কাজের একটি পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ স্থায়ী সমিতির অনুমতি না নিয়েই টেন্ডার ডেকেছিলেন বিডিও। সেই টেন্ডার নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ায় বিডিও সেটি বাতিল করেছেন। পাশাপাশি, পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত স্তরে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজস্ব তহবিলের ৬৩ লক্ষ টাকায় এলাকার বিভিন্ন সংসদের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজের জন্য যে টেন্ডার ডাকা হয়েছিল, সেটিও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তারা প্রধান বলেন, 'বিডিও মর্জিমাফিক কাজ করছেন। কোনো বিষয়েই তিনি আমাদের কিছু জানান না। এভাবে নির্বাচিত বোর্ডকে বাদ দিয়ে একজন সরকারি আধিকারিক কোনো কাজ করতে পারেন না। আমরা পুরো বিষয়টি শিলিগুড়ির মহকুমাশাসককে জানিয়েছি।' অন্যদিকে, মাটিগাড়ার বিডিও রুনু রায় বলেন, 'নিয়মের বাইরে আমি কিছু করিনি। উন্নয়নের কাজ করতে গিয়ে বারবার বিতর্ক ওঠায় আমি দুটি টেন্ডারই বাতিল করে দিয়েছি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি যেদিন সময় করে অর্থ স্থায়ী সমিতির বৈঠক ডাকবেন সেদিনই এই কাজগুলি নিয়ে আলোচনা হবে।' গত ডিসেম্বর মাসে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতিতে সিদ্ধান্ত হয় যে পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা তৈরির কাজ করা হবে। এজন্য ১৭টি প্রকল্প ধরা হয় এবং এই কাজগুলির জন্য ৬৩ লক্ষ ৮১০ টাকা বরাদ্দ হয়। পঞ্চায়েত সমিতির নির্দেশমতো বিডিও টেন্ডারও ডাকেন। সোমবার টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষদিন ছিল। কিন্তু তার আগেই এদিন বিডিও ওই টেন্ডার বাতিল করা হচ্ছে বলে জানিয়ে দেন। সমস্ত নিয়ম মেনে পঞ্চায়েত সমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে টেন্ডার ডাকা হলেও কেন তা বাতিল করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তারা প্রধান জানিয়েছেন, এদিন অফিসে গিয়ে জানতে পারি যে এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে নিজস্ব তহবিল থেকে যে টেন্ডার ডাকা হয়েছিল তা বিডিও বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু এর কোনো কারণ জানতে পারিনি।

গত ৫ জানুয়ারি মাটিগাড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ছয়টি মার্ক–২ টিউবওয়েল বসানোর জন্য 'এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার' টেন্ডার ডাকেন বিডিও। সূত্রের খবর, পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে মার্ক–২ টিউবওয়েল বসানোর জন্য মহকুমা পরিষদ থেকে মাটিগাড়া ব্লককে ২০১৬ সালে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। ১৬ মে ২০১৬ অন্য তিনটি ব্লকের সঙ্গে মাটিগাড়া ব্লককেও ওই টাকা বরাদ্দ করেছিল মহকুমা পরিষদ। দীর্ঘদিন টাকা পড়ে থাকার পরে গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতিতে ছয়টি মার্ক–২ টিউবওয়েল বসানো নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে এই কাজ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু নিয়ম মেনে অর্থ স্থায়ী সমিতিতে বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। তাহলে কীভাবে টেন্ডার ডাকলেন বিডিও ? পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তারা প্রধান বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী কোনো কাজের টেন্ডার করতে হলে আগে অর্থ স্থায়ী সমিতির বৈঠক ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে তবেই টেন্ডার ডাকতে হবে। কিন্তু বিডিও আমাদের কিছু না জানিয়ে, অর্থ স্থায়ী সমিতিতে সিদ্ধান্ত না নিয়েই ছয়টি মার্ক–২ টিউবওয়েল বসানোর টেন্ডার ডেকেছিলেন বিডিও। আমরা বিষয়টি নিয়ে জানতে গেলেও তিনি কিছু জানাতে চাননি। উলটে গত ৬ ফেব্রুয়ারি বিডিও আমাকে চিঠি দিয়ে অর্থ স্থায়ী সমিতির বৈঠক ডাকার জন্য বলেন। এটা আইন বিরুদ্ধ। আমি বিডিওর নির্দেশমতো বৈঠক ডাকিনি। বরং পুরো বিষয়টি মহকুমাশাসককে জানিয়েছিলাম। তারপরই সোমবার অফিসে গিয়ে শুনেছি যে বিডিও মার্ক–২ টিউবওয়েল বসানোর টেন্ডারও বাতিল করে দিয়েছেন।' দুটি কাজেরই টেন্ডার বাতিল করে দেওয়ায় নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছেন মাটিগাড়ার বিডিও। যদিও তিনি বলেছেন, মহকুমা পরিষদ থেকে যেভাবে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই কাজ করার জন্য অর্থ স্থায়ী সমিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে, দ্রুত কাজ করতে না পারলে এলাকার মানুষের জলকষ্ট বাড়বে ভেবেই আমি জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতিতে সিদ্ধান্ত নিয়েই তড়িঘড়ি এই কাজের টেন্ডার ডেকেছিলাম। কিন্তু বিতর্ক ওঠায় এদিন এই টেন্ডারের সঙ্গে অন্য আরও একটি টেন্ডার বাতিল করে দিয়েছি। গত ৬ ফেব্রুয়ারি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিতে অর্থ স্থায়ী সমিতির বৈঠক ডাকতে বলেছি। কিন্তু উনি কিছুতেই বৈঠক ডাকছেন না। আমিও চুপচাপ থাকব। এলাকার উন্নয়ন ব্যাহত হলে আমার কিছু করার নেই।

মেয়েদের অবৈধ দত্তক নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ সানু দাস

দার্জিলিং সিডব্লিউসির সদস্যদের নামে এফআইআর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দুই নাবালিকার 'দত্তক' কাণ্ডে নয়া মোড়। ওই ঘটনায় নানা অসংগতি ও বেনিয়ম সামনে আসায় এবার দার্জিলিং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি বা সিডব্লিউসির সদস্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল পুলিশে। সোমবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরির কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই দুই নাবালিকার বাবা সানু দাস। বেআইনিভাবে হওয়া দত্তক প্রক্রিয়ায় সিডব্লিউসির সদস্যদের হাত রয়েছে বলেও চম্পাসারির নিউ পোকাইজোতের বাসিন্দা সানুবাবুর অভিযোগ। এদিকে, এই ঘটনাকে যথেষ্টই আমল দিচ্ছে সিআইডি। জলপাইগুড়ির হোম কাণ্ডের তদন্তের সঙ্গে এই দুই নাবালিকার দত্তক কীভাবে হল, কেন তাদের চন্দনা চক্রবর্তীর হোমে রাখা হল– সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

দুই নাবালিকার নিখোঁজ নিয়ে সিআইডি–কে চিঠি দিয়েই 'বেকায়দায়' পড়েছে দার্জিলিং জেলা সিডব্লিউসি। ওই চিঠিকে হাতিয়ার করেই এবার জেলার সিডব্লিউসির সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন চম্পাসারির নিউ পোকাইজোতের বাসিন্দা সানু দাস। দুই মেয়ের নিখোঁজ নিয়ে তিনি সোচ্চার হতেই ২০১৬–র ৯ ডিসেম্বর সিআইডি–কে চিঠি দিয়ে খোঁজের কথা বলে দার্জিলিং সিডব্লিউসি। ওই চিঠিতে বলা হয়, ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের সদস্যরা সানু দাসের মেয়েদের উদ্ধার করে এনেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কারা এবং কীভাবে মেয়েদের সিডব্লিউসির কাছে নিয়ে এসেছিল, তা স্পষ্ট নয়। শুধু তাই নয়, প্রথমে নিউ জলপাইগুড়ির একটি ওপেন শেলটার এবং পরবর্তীতে চন্দনা চক্রবর্তীর হোমে রাখা হলেও, মেয়ে দুটিকে রাখা সংক্রান্ত সেখানকার কোনো নথি দেখাতে পারেনি দার্জিলিং জেলা সিডব্লিউসি। একটি জায়গায় সিডব্লিউসির তরফে আবার বলা হয়েছে, ভুলবশত দত্তক দেওয়া হয়েছে।

এমনই কিছু তথ্য তুলে ধরে সোমবার পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন সানুবাবু। প্রসঙ্গত, সিআইডি–কে চিঠি দিয়ে দুই মেয়ের খোঁজের কথা সিডব্লিউসি বললেও, দত্তক সম্পর্কিত ১৪ নম্বর ফর্মে শুধু একটি মেয়ের কথাই বলা ছিল। তাহলে ছোটো মেয়েটিকে কখন, কীভাবে উদ্ধার করে চন্দনা চক্রবর্তীর হোমে পাঠানো হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পদবী পরিবর্তন করে ছোটো মেয়েটিকে যে শিলিগুড়ির এক বাসিন্দার কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা স্পষ্ট হয়েছে গত ২ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ির সিডব্লিউসির তরফে মেয়ে দুটিকে সানুবাবুদের সামনে নিয়ে আসার পর। এই বিষয়টিও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন সানুবাবু। দত্তক নেওয়া সংক্রান্ত কোনো নথি যে শিলিগুড়ির ওই বাসিন্দার কাছে নেই, তাও উল্লেখ করেছেন তিনি। পুলিশকর্তাদের জানিয়েছেন, ২০১৬–র মে মাসে তিনি চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তাঁকে 'অন্ধকারে' রেখে সমস্তটাই করা হয়েছে। তাই সমস্ত কিছু তদন্ত করে দেখা উচিত। পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন, গোটা ঘটনাই গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। এদিকে, মেয়ে দুটির খোঁজ মিললেও আইনি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় তাদের সানু দাসের হাতে দেয়নি জলপাইগুড়ি সিডব্লিউসি। বিষয়টি কেন্দ্র এবং রাজ্য আইনি পরিসেবা কর্তৃপক্ষকে তাঁরা জানাবেন বলে জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকার। জানা গিয়েছে, চন্দনা চক্রবর্তীর মামলার সঙ্গে এই কেসটিও জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিআইডি।

খলিসামারিতে খুলছে পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালা

শীতলকুচি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ মাঝে আর মাত্র ১ দিন। আগামী বুধবার মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৫৩তম জন্মজয়ন্তীতে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে বহু প্রতীক্ষিত পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালা। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে একটি অনুষ্ঠানে এসে অন্য বেশ কিছু প্রকল্পের পাশাপাশি শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারিতে মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটায় তৈরি তাঁর নামাঙ্কিত সংগ্রহশালাটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মুখ্যমন্ত্রী সংগ্রহশালাটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করলেও উদ্যোক্তাদের পক্ষে পঞ্চানন বর্মার ব্যবহৃত সামগ্রী সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় এবং সংগ্রহশালার নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ায় সেটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা উদ্‌বোধনের পরেও এতদিন পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালাটি চালু না হওয়ায় রীতিমতো চাপেই ছিল জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং উদ্যোক্তারা। অবেশেষে আগামী বুধবার পঞ্চানন বর্মার জন্মজয়ন্তীতে তড়িঘড়ি সেটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার থেকে খলিসামারিতে পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠের মাঠে শুরু হবে ২দিনব্যাপী পঞ্চানন বর্মার ১৫৩তম জন্মজয়ন্তী উৎসব। একই সঙ্গে বুধবারই সংগ্রহশালাটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ফিতে কেটে সংগ্রহশালা জনসাধারণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

অন্তর্বর্তীকালীন বেতন বাড়বে বাবু স্টাফ ও সাব স্টাফদেরও

নাগরাকাটা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ চা বাগানের শ্রমিকদের অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি ১৭.৫০ টাকা বাড়ানোর পর এবার বাবু স্টাফ ও সাব স্টাফদেরও অন্তর্বর্তীকালীন বেতন বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় শ্রম দপ্তরের ডাকা একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। সোমবার শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক তাঁর দপ্তরকে ওই বৈঠক ডাকার সবুজ সংকেত দেন। রাজ্যের যুবকল্যাণ ও পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবেরও তাতে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। বাবু স্টাফ ও সাব স্টাফদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টির পাশাপাশি প্রস্তাবিত বৈঠকে চা শ্রমিকদের বন্ধ হয়ে থাকা মজুরি বাবদ প্রদেয় র‍্যাশনের সমপরিমাণ টাকা প্রদান, ন্যূনতম মজুরি ও পাহাড়ের চা বাগানগুলির বকেয়া পুজোর বোনাস নিয়েও আলোচনা হবে। সূত্রের খবর, রাজ্য মজুরি–র‍্যাশনের বিষয়টিরও দ্রুত নিষ্পত্তি করে ফেলতে চাইছে। এর আগে যতদিন ন্যূনতম মজুরি নিয়ে পাকা কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হচ্ছে ততদিন চা শ্রমিকদের মজুরি অন্তর্বর্তীকালীন হিসাবে ১৭.৫০ টাকা বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে বর্ধিত দরে মজুরি দেওয়ার কথা বলা হয়। সরকারের প্রস্তাব মেনে চা বাগানগুলি ইতিমধ্যেই সর্বশেষ মজুরি চুক্তি অনুযায়ী পুরানো ১৩২.৫০ টাকা দরের সঙ্গে ১৭.৫০ টাকা যোগ করে মোট ১৫০ টাকা হিসাবে মজুরি প্রদান শুরু করে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাবু স্টাফ ও সাব স্টাফদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। রাজ্য সরকার এবারে সেটাও পাকা করে ফেলতে চাইছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, আগামী ২২ তারিখের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে চা বাগানের একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। টাকার অঙ্কে মজুরি বাবদ প্রদেয় র‍্যাশন কত হবে এখন তা নিয়ে আলোচনা চলছে। শ্রমিকদের একটি পক্ষের দাবি, টাকার পরিমাণ মাসে ৬৬০ টাকা হওয়া উচিত। তবে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মালিকরা এই টাকার পরিমাণ মানতে রাজি নন। তাঁরা এর আগেই তাঁদের তরফে সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, খাদ্য দপ্তর ও অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রম দপ্তরও একটি পরিমাণ ঠিক করে ফেলেছে। বৈঠকে শ্রমিক ও মালিকদের ওই টাকার পরিমাণ জানানো হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার পশুপতি ঘোষ বলেন, 'বৈঠকটি উত্তরকন্যায় দুপুর ২টোয় আয়োজিত হবে। তাতে উপস্থিত থাকার জন্য সমস্ত পক্ষকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে।'

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে বেলাইন মালগাড়ি, দুর্ভোগ

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ঢোকার মুখে বেলাইন হয়ে পড়ে একটি মালগাড়ি। এই দুর্ঘটনার জেরে উত্তর–পূর্ব ভারতের সঙ্গে এই রুটে ট্রেন যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দুর্ভোগে পড়েন বিভিন্ন ট্রেনের যাত্রীরা। জানা গিয়েছে, এদিন একটি পাথর বোঝাই মালগাড়ি রোড স্টেশনের দিক থেকে লাইন ধরে পাথর ফেলতে ফেলতে দোমোহনির দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় একটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। ফলে নর্থ–ইস্ট এক্সপ্রেস নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। দোমোহনিতে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাউন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। ধূপগুড়িতে আটকে যায় ডাউন রঙ্গিয়া–এনজেপি প্যাসেঞ্জার। এছাড়া কামরূপ এক্সপ্রেস সহ আরও কয়েকটি ট্রেন আটকে পড়ে কয়েকটি স্টেশনে। পরে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রিলিফ ট্রেন এবং নিউ কোচবিহার থেকে ব্রেকডাউন ভ্যান এসে মালগাড়িটিকে তোলার কাজ শুরু করে। জানা গিয়েছে, কয়েকটি ট্রেন নিউ জলপাইগুড়ির বদলে শিলিগুড়ি জংশন দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বহুক্ষণ ধরে ট্রেনগুলি দাঁড়িয়ে থাকায় কামরায় জল ফুরিয়ে যায়। ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের। ছোটো স্টেশনে ট্রেনগুলি আটকে পড়ায় খাবারেরও সমস্যা দেখা দেয়। যাত্রীদের অভিযোগ, রেলের তরফে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ট্রেনের প্যান্ট্রিকারেও খাবার মেলেনি।

নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে নর্থ–ইস্ট এক্সপ্রেস। – সংবাদচিত্র

পুলিশের খাতায় ফেরার সোনা পাচারে অভিযুক্ত এসআই

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ সোনা পাচারে অভিযুক্ত পুলিশের সাব–ইনস্পেকটর সঞ্জয় প্রধানের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দার্জিলিং পুলিশ সূত্রে এমনই দাবি করা হয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই তাঁকে বাড়িতে দেখা যাচ্ছে না, তাঁর মোবাইল ফোনও বন্ধ রয়েছে। ফলে ঘটনার পরপরই পুলিশের ওই সাব–ইনস্পেকটরকে (এসআই) জেলা পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হলেও ঘটনার ১০ দিন পরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেনি রাজ্য পুলিশ। জেলার পুলিশকর্তারা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে না চাইলেও এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তারা দেখছেন। তাঁরা যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেইমতোই ওই এসআইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রে কর্মরত সাব–ইনস্পেকটর সঞ্জয় প্রধান গত ৩ ফেব্রুয়ারি ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক ব্যক্তির কাছে ২০০টি সোনার বিস্কুট বিক্রি করেন। প্রতিটি বিস্কুটের ওজন ১০ গ্রাম। ওই বিস্কুট কেনার পর স্বর্ণকারকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে গিয়ে ক্রেতা জানতে পারেন ১৯৭টি বিস্কুটই নকল। ওই রাতেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে পুরো বিষয়টি জানান ওই ব্যক্তি। টাকা লেনদেনের সময় তিনি যে ভিডিয়ো তুলে রেখেছিলেন তাও পুলিশের হাতে জমা দেন। পুলিশ বিধাননগরে গিয়ে ওই এসআইয়ের ভাড়াবাড়ি এবং থানায় তল্লাশি করেও ৫০ লক্ষ টাকার হদিস করতে পারেনি। তবে, পুলিশ ওই এসআই–কে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে টাকা লেনদেন হওয়ার পরেই সে আর একজনের কাছে সেই টাকা রাখতে দিয়েছে। ওই ব্যক্তির খোঁজে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা পুলিশকে জানানো হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রথম এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর অভিযুক্ত এসআই–কে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্র থেকে তুলে নিয়ে দার্জিলিং পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি বিধাননগরের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চলে যান সঞ্জয় প্রধান। জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকেই অভিযুক্ত এসআইয়ের কোনো খোঁজ মিলছে না। কার্সিয়াংয়ের বাড়িতে গিয়েও পুলিশ তাঁর কোনো সন্ধান পায়নি। ফলে জেলা পুলিশের খাতায় এখন 'ফেরার' রয়েছেন ওই এসআই। পুলিশ সূত্রেই খবর, এর আগেও জয়গাঁ, জলপাইগুড়িতে কর্মরত থাকাকালীন নানা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন ওই এসআই। কিন্তু বারবারই তিনি দপ্তরের একাধিক শীর্ষকর্তার আশীর্বাদে ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এবার যে আর সেটা সম্ভব নয় তা বুঝেই সঞ্জয় গা–ঢাকা দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

জল্পেশে চলছে মেলার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার জল্পেশে শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শিবরাত্রির মেলা। মেলার তত্ত্বাবধানে রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ। এ বছর জল্পেশ মেলার উদ্‌বোধন করবার কথা রয়েছে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের। শিবরাত্রির পুজো এবং মেলা উপলক্ষ্যে গোটা এলাকায় এখন সাজোসাজো রব। মূল মন্দিরে সংস্কারের কাজ চলছে। মূল মন্দির বাদ দিয়ে বাকি অংশ রং করার কাজ শেষ। বিশেষ পুজোর যাবতীয় সামগ্রী জোগাড়ের বন্দোবস্ত করছেন মন্দিরের পুরোহিতরা। মন্দির গর্ভের ভেতরের বিশেষ পুজো বাইরের দর্শনার্থীদের দেখানোর জন্য মন্দিরের বাইরে জায়ান্ট স্ক্রিন লাগানো হচ্ছে। মেলায় সারা জেলা বাদ দিয়েও বাইরে থেকে প্রচুর পুণ্যার্থী হাজির হন। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিক্ষাজীবীরা হাজির হয়েছেন মেলা প্রাঙ্গণে। মেলা উপলক্ষ্যে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে জল্পেশ মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তায় জরদা নদীর ওপর অস্থায়ী সেতুটি বানানোর কাজ শেষের দিকে। জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরিন্দ্রনাথ দেব জানিয়েছেন, আশা করা হচ্ছে এবার জল্পেশে প্রচুর পুণ্যার্থীর আগমন হবে। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম জানিয়েছেন, মেলায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের স্টল থাকবে।

সেজে উঠছে জল্পেশ মন্দির। – সংবাদচিত্র